بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

সংখ্যা
40

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার ৮ ই ডিসেম্বর, 2016 ৮ ফাতাহ, 1395 হিজরী শামসী 7 রবিউল আওয়াল 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে এবং তাছাড়া আহমদ বেগ ও তাহার জামাতা সম্পর্কে শত শত বার বর্ণনা করিয়াছি যে, এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী শর্তযুক্ত ছিল।

হে নিবোর্ধ! তুমি কি ইউনুসের কাহিনী সম্পর্কেও অবহিত নও, যাহার উল্লেখ কুরআন শরীফে মজুদ আছে? ইউনুস (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন শর্ত ছিল না। তবুও তওবা ও ক্ষমা ভিক্ষার দ্বারা তাঁহার জাতি বাঁচিয়া গেল। অথচ তাঁহার জাতি সম্পর্কে খোদা তা'লার নিশ্চিত ওয়াদা ছিল যে, তাহারা নিশ্চয় চল্লিশ দিনের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা কি চল্লিশ দিনের মধ্যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল? যদি চাহ তবে দুররে মনসুরে তাহাদের কাহিনী দেখিয়া লও। ইউনুস নবীর কেতাবও দেখিয়া লও। কেন সীমার অতিরিক্ত দুষ্টামি দেখাইতেছ?

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এতদ্ব্যতীত আরো একটি আলোচনার বিষয় এই যে, ডাঃ আব্দুল হাকিম খান নিজ পুস্তক 'মসীহুদ্দাজ্জাল' এ অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায় জনসাধারণকে এই ধোঁকা দিতে চাহিল যেন আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ভুল। বস্তুতঃ যে ভবিষদ্বাণী আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ছিল, যে ভবিষ্যদ্বাণী আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে ছিল, যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তাহার কোন বন্ধু সম্পর্কে ছিল, এইগুলি বর্ণনা করিয়া এই দাবী করা হয় যে, এইগুলি পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পর্খে বার বার লিখিয়াছি যে, ঐগুলি আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে এবং তাছাড়া আহমদ বেগ ও তাহার জামাতা সম্পর্কে শত শত বার বর্ণনা করিয়াছি যে, এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী শর্তযুক্ত ছিল। আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথা ছিল যে, যদি সে সত্যের দিকে না ঝুঁকে তবে সে পনেরো মাসে ধ্বংস হইবে। আমার কথার এই শর্ত ছিল না যে, সে বাহ্যিকভাবে মুসলমানও হইয়া যাইবে। ঝুঁকিয়া যাওয়া এইরূপ একটি শব্দ, যাহা হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে।*

অতএব সে ঐ মজলিসেই, যেখানে ষাট/সত্তর জন লোক উপস্থিত ছিল, ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন প্রকাশ করিল। অর্থাৎ যখন আমি ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া তাহাকে বলিলাম যে, তুমি তোমার পুস্তকে আমাদের নবী করীম (সা.)-কে দাজ্জাল বলিয়াছ এবং ইহার শাস্তিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল যে, পনেরো মাসের মধ্যে তোমার জীবনের অবসান হইবে, তখন তাহার রঙ হলুদ হইয়া গেল। সে তাহার জিহ্বা বাহির করিল, দুই হাতে কান ধরিল এবং উচ্চস্বরে বলিল, আমি কখনো আঁ হযরত (সা.)-এর নাম দাজ্জাল রাখি নাই। এই মজলিসে মুসলমানদের মধ্য হইতে অমৃতসরের একজন রইস উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার নাম ছিল ইউসুফ শাহ্ । অনেক খৃষ্টান ও মুসলমান ছিল। খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষভাবে ডক্টর মার্টিন ক্লার্কও ছিল। এই ব্যক্তি পরে আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকাদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিতে হলফের সহিত জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না। যদি প্রকৃতপক্ষে এই কথাগুলি আব্দুল্লাহ্ আথমের মুখ হইতে বাহির হইয়া থঅকে তবে ভাবিয়া দেখা উচিত এইগুলি কি ঔদ্ধত্য ও দুষ্টামির কথা ছিল, না কি বিনয়, মিনতি এবং প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল। আমি তো এই ধরণের বিনয় ও মিনতি ভরা কথা আমার সারা জীবনে কোন খৃষ্টানের মুখ হইতে শুনি নাই॥ বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের পুস্তকসমূহ আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে গাল-মন্দে ভরা দেখিয়াছি। যে ক্ষেত্রে এক বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি ঠিক বিতর্কের সময় এইরূপ বিনয় ও মিনতির সহিত দাজ্জাল বলা অস্বীকার করিল, এবং পরে সে পনেরো মাস পর্যন্ত চুপ থাকিল, বরং কাঁদিতে থাকিল, সে ক্ষেত্রে কি খোদা তা'লার নিকট তাহার এই অধিকার ছিল না যে, খোদা তা'লা শর্ত অনুযায়ী তাহাকে ফায়দা দান করেন।* অতঃপর দীর্ঘকাল যাবৎ সে বাঁচিয়াও ছিল না। বরং সে কয়েক মাস পরে মরিয়া গেল। ইহার পর সে কোন ঔদ্ধত্য দেখায় নাই এবং যাহা কিছু তাহার প্রতি আরোপ করা হইয়া থাকে সেগুলি খৃষ্টানদের নিজেদের বানানো কথা। মোটকথা ভবিষ্যদ্বাণীর মূল বিষয় ছিল তাহার মৃত্যু। তদানুযায়ী সে আমার জীবদ্দশাতেই মরিয়া গেল। খোদা আমার আয়ু বাড়াইয়া দেন নাই এবং তাহার জীবনের সমাপ্তি ঘটাইয়া দেন। সে মেয়াদের মধ্যে মরে নাই- এই কথার উপর জোর দেওয়া কতই না জুলুম ও বিদ্বেষপ্রসূত। হে নিবোর্ধ! তুমি কি ইউনুসের কাহিনী সম্পর্কেও অবহিত নও, যাহার উল্লেখ কুরআন শরীফে মজুদ আছে? ইউনুস (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন শর্ত ছিল না। তবুও তওবা ও ক্ষমা ভিক্ষার দ্বারা তাঁহার জাতি বাঁচিয়া গেল। অথচ তাহার জাতি সম্পর্কে খোদা তা'লার নিশ্চিত ওয়াদা ছিল যে, তাহারা নিশ্চয় চল্লিশ দিনের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা কি চল্লিশ দিনের মধ্যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল? যদি চাহ তবে দুররে মনসুরে তাহাদের কাহিনী দেখিয়া লও। ইউনুস নবীর কেতাবও দেখিয়া লও। কেন সীমার অতিরিক্ত দুষ্টামি দেখাইতেছ? একদিন কি মারা যাইবে না? ঔদ্ধত্য ও অসততা ঈমানে সঙ্গে একত্রে থাকিতে পারে না। _____

*টীকা: যদি কাহারো সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, সে পনেরো মাসের মধ্যে কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সে পনেরো মাসের স্থলে বিশ মাসে কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত হয় এবং তাহার নাক ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসিয়া পড়ে, তবে এই কথা বলা কি সমীচীন হইবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই? প্রকৃত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত।

** টীকা: এই বিষয়টি স্মরণযোগ্য যে, আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কেও মৃত্যুর ভব্যিষদ্বাণী ছিল এবং লেখরাম সম্পর্কেও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ আথম বিনয় ও মিনতি প্রদর্শন করিয়াছিল। এই জন্য তাহার মৃত্যু আসল মেয়াদের তুলনায় কয়েক মাস বিলম্বিত হইল। পক্ষান্তরে লেখরাম ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিল এবং বাজারে ও জনসমাবেশে আমাদের নবী (সা.)-কে গাল-মন্দ দিতে থাকে। এই জন্য আসল মেয়াদ পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে পাকড়াও হইল। তাহাকে যখন মারা হইল তখন তাহার মেয়াদের এক বৎসর বাকী ছিল। আব্দুল্লাহ আথমের নিকট খোদা তা'লা স্বীয় শান্ত-সৌম্য রূপ প্রকাশ করেন এবং লেখরামের নিকট রুদ্র রূপ প্রকাশ করেন। তিনি শক্তিশালী। তিনি কমও করিতে পারেন এবং বেশীও করিতে পারেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯২-১৯৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা

জামাতের সদস্যদের নিকট কাতর আবেদন

প্রিয় ইমাম সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১১ নভেম্বর ২০১৬-এর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের ৮৩ তম বৎসরের ঘোষণা করেন। ৩১ শে অক্টোবর ২০১৬ তাহরীকে জাদীদের ৮২ তম বৎসর সমাপ্ত হয়েছে এবং ১লা নভেম্বর ২০১৬ তারিখে নব বৎসরের সূচনা হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) কুরআন মজীদ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে কুরবানীর গুরুত্ব, কল্যাণ এবং আশিস সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বিভিন্ন দেশের জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর কয়েকটি ঈমান-উদ্দীপক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। এবং অবশেষে বিশ্ব-ব্যাপী দেশগুলির পক্ষ থেকে আর্থিক কুরবানীর রিপোর্ট পেশ করেন। হুযুর (আই.) দ্বারা উপস্থাপিত রিপোর্ট অনুসারে-

বিগত বিছর বিশ্ব-ব্যাপী জামাত আহমদীয়া এক কোটি নয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাউন্ড স্টারলিং কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেছে। আল্ হামদোলিল্লাহ। এই রাশি গত বছরের অপেক্ষা সতের লক্ষ সত্তর হাজার পাউন্ড অধিক।

কুরবানীর দিক থেকে বিভিন্ন দেশ যে স্থান দখল করেছে সেখানে পাকিস্তান প্রতিবারের ন্যায় এবারও প্রথম স্থান বজায় রেখেছে।এর পর যথাক্রমে জার্মানি, ব্রিটেন, আমেরিকা, ক্যানাডা ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য-প্রাচ্যের একটি জামাত, ইন্ডোনেশিয়া, মধ্য-প্রাচ্যের একটি জামাত, ঘানা এবং সুইজারল্যান্ড।

তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণকারী সংগ্রামীদের (মুজাহিদ) সংখ্যা ছিল চোদ্দ লক্ষ চার হাজারের অধিক। এই বছর এক্ষেত্রে ৯০ হাজার বৃদ্ধি হয়েছে। হুযুর (আই.) বলেন- তাহরীকে জাদীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে সমস্ত দেশ বেশি প্রচেষ্টা করেছে সেগুলি হল-বেনিন, নাইজেরিয়া, মালি, বুরকিনাফাসো, ঘানা, লাইবেরিয়া, সেনেগাল এবং ক্যামেরুন। তিনি (আই.) বলেন, গোটা বিশ্বে সর্বত্র এই দিকে অধিক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতের প্রথম দশটি জামাত হল- কারোলাই (কেরালা), কালিকাট (কেরালা), হায়দ্রাবাদ, পিথাপ্রেম (কেরালা), কাদিয়ান, কান্নুর টাউন (কেরালা), পেঙ্গাড়ী (কেরালা), দিল্লী, কোলকাতা এবং সিলোর (তামিলনাড়ু)।

ভারতের প্রথম দশটি রাজ্য হল- কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, জম্মু-কাশ্মীর, উড়িশা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

হুযুর (আই.) বলেন, ভারতে বিগত কয়েক বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে। পূর্বে এরা অনেক পিছনে ছিল।

বিশ্বের দেশগুলির নিরীখে ভারত ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি ভারতের জামাতের জন্য খুশির কারণ হবে এবং তাহরীকে জাদীদের কর্মীবৃন্দ ও অফিসারবর্গও এজন্য আনন্দিত হবেন যে তাদের পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়েছে এবং ভারত তার পূর্বের স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠকবর্গের জেনে আনন্দিত হবেন যে, ২০১০ সালের পূর্বে ভারত ৭ম স্থানে থাকত এর পর এক ধাপ এগিয়ে এসে ৬ষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে এবং অনবরত এই স্থান বজায় রেখেছে। কিন্তু ২০১৫ সালে ভারত ৬ষ্ঠ স্থান থেকে নেমে ৭ম স্থানে চলে আসে। সে বছর অস্ট্রেলিয়া ভারতকে ৭ম স্থানে ঠেলে দিয়ে ৬ষ্ঠ স্থান দখল করে। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে এই বছর ২০১৬ সালে ভারত তার হৃত স্থান অর্জন করেছে। আল-হামদোলিল্লাহ। এই জন্য তাহরীকে জাদীদের ইনসপেক্টর, কর্মীবৃন্দ, অফিসারবর্গ অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। কেননা, তারা কঠোর পরিশ্রম করে দিন-রাত্রি সমানে নিজেদের হারানো স্থান পুণরায় অর্জন করেছে। এছাড়াও অনেক অনেক সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য জামাত আহমদীয়া ভারতে ঐ সকল সদস্যগণ যারা নিজেদের চাঁদায় যথাযথ বৃদ্ধি করেছেন এবং সমধিক হারে তারা সেই চাঁদা প্রদান করেছেন, আর যাদের কারণেই ভারত গোটা বিশ্বে নিজের স্থান পুনরায় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আমরা জামাতের সদস্যবর্গের নিকট সবিনয় নিবেদন করছি যে, এই আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতাটি বেশ কঠিন। যদি আমরা নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই পথে কুরবানী প্রদর্শন না করি, তবে আধ্যাত্মিকতার এই প্রতিযোগীতায় অন্য কোন দেশ আমাদের থেকে এগিয়ে যাবে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত পরিতাপ ও লজ্জার কারণ হবে।

বস্তুতঃ, আমরা যে বছরের পর বছর ধরে ৬ ষ্ঠ স্থান বজায় রেখেছি, আমাদের উচিত আরও উন্নতি করে ৫ম স্থান অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের চাঁদায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়। এটি একটি গূঢ় সত্য যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে ত্যাগ-স্বীকারকারী কখনো বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, আর এই পথে কুরবানী করলে কোন সম্পদ হানি হয় না। আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পদ নিজের কাছে গচ্ছিত রাখেন না বরং তা বর্ধিত আকারে ফিরিয়ে দেন।

হুযুর (আই.) রাজ্যের স্থান বলেন এবং জামাতের স্থানও বলে দেন। এর উদ্দেশ্য হল, পুণ্যের ক্ষেত্রে এই রাজ্যগুলি যেন পরস্পরের থেকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগীতা করে এবং অনুরূপভাবে জামাতগুলিও যেন একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান জাতিকে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ নির্দেশের অধীনে পুণ্যকর্মে পরস্পরের প্রতিযোগীতা করে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব, কর্নাটকের উচিত কেরালাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। অনুরূপভাবে তামিলনাড়ুর উচিত অন্ধ্রপ্রদেশকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। জামাতগুলির মধ্যে কালিকটের উচিত কারোলাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। কাদিয়ানের উচিত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র ভূমি হওয়ার কারণে সবার চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।

একথা সত্য যে, আধ্যাত্মিকতার ময়দানে প্রতিযোগীতা বেশ কঠিন। যদি আমরা নিজেদের পূর্ণ শক্তিসহ অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা না করি, তবে আমাদের জন্য ৬ষ্ঠ স্থান নিরাপদ রাখা দুরূহ বিষয় হয়ে পড়বে। অতএব, ভারতের জামাতের সদস্যদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন এই যে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদায় পূর্ণ উদ্যমের সাথে অংশ গ্রহণ করুন এবং সেই ওয়াদা পুরণের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়াও করুন।

হুযুর (আই.) এই খুতবায় বলেন-

" জগতবাসী মনে করে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে কেবল নিজের সুখ-সাচ্ছন্দের জন্য ব্যয় করাই আনন্দ ও প্রশান্তির কারণ হতে পারে। কিন্তু, ধর্ম সম্পর্কে সঠিক ও প্রকৃত জ্ঞান-ব্যুতপত্তি অর্জনকারী একজন মোমিন মনে করে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক সুখ-সাচ্ছন্দ এবং নিয়ামতরাজি মানুষের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি, তাকওয়ার পথে চলা, আল্লাহ্ তা'লা অধিকার প্রদান করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। প্রকৃত প্রশান্তি পুণ্যকর্ম সম্পাদনের মাধম্যেই অর্জিত হয়, ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের মাধ্যমে নয়।"

হুযুর (আই.) বলেন- " বর্তমান যুগে জামাত আহমদীয়াই হল মোমিনীনদের সেই জামাত যা একটি ব্যবস্থাপনার অধীনে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, যা ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, বিভিন্ন মাধ্যমে যার তবলীগের কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতার কারণে তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় করা হয় এবং অনেকে এমন আছেন যারা অনেক কষ্ট স্বীকার করে এই ব্যয় ভার বহন করে এবং তাদের বিশ্বাস এই যে, এই ত্যাগ-স্বীকার যেখানে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত করবে, অপরদিকে এদিক থেকেও প্রশান্তিতে থাকে যে, তাদের অর্থ সঠিক পন্থায় ব্যয় হবে।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১১ নভেম্বর, ২০১৬)

খুতবা জুমার শেষে হুযুর আনোয়ার কুরবানীকারীদের জন্য এই ভাষায় দোয়া করেন: " আল্লাহ্ তা'লা এই সকল অংশগ্রহণকারীদের জন ও ধন-সম্পদ অশেষ বরকত দিন এবং তাদের সকলের কুরবানীকে গ্রহণ করুন এবং ভবিষ্যতেও যেন তারা সমধিক হারে কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেন এবং খিলাফতের সাথে যেন সর্বদা তাদের দৃঢ় সম্পর্ক বজায় থাকে।"

আল্লাহ্ করুক আমরা যেন হুযুর আনোয়ার (আই.)-এরএই দোয়ার ওয়ারিস হই। আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন।

জুমআর খুতবা

আলহামদুলিল্লাহ্, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রিজাইনাকেও আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য দান করেছেন।

মাশাআল্লাহ্! মসজিদ খুবই সুন্দর হয়েছে। জামাতের এখনকার সংখ্যার নিরিখে প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে এই মসজিদ প্রায় তিন গুণ বড়। এর ব্যয়ভারও স্থানীয় জামাতই বহন করেছে বা বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অর্থের দিক থেকে নগদে মোট যে খরচ হয়েছে তারও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বহনের দায়িত্ব দুই ব্যক্তি নিয়েছেন যাদের একজন হলেন আমাদের শহীদ ডাক্তার শামসুল হক সাহেবের বিধবা স্ত্রী।

এই মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে জামাতের সম্পদের অর্ধেকেরও অধিক যে সাশ্রয় করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত সিস্কাটনের তিন ভাই স্বেচ্ছাসেবামূলকভাবে এখানে নিজেদের সেবা দিয়েছেন আর এভাবে জামাতের অর্থ সাশ্রয় করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরাও এতে যোগ দিয়েছেন। কন্ট্রাক্টর এই তিন ভাই চতুর্থ আর একজন কন্ট্রাক্টরের সাহায্যও পেয়েছেন,

---

একদিকে কতিপয় মুসলমান পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিতে রত আর অপরদিকে পৃথিবীর উন্নত এবং জাগতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর দেশ সমূহে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানরা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণে নিজেদের অর্থ-সম্পদ এবং সময় ব্যয় করছেন

এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে কানাডা জামাতে প্রথমবার আহমদী স্বেচ্ছাসেবীরা মসজিদের বেশিরভাগ কাজ নিজেরা করে জামাতের অর্থ সাশ্রয় করেছেন।

খোদা তা'লা সেই সকলত্যাগী মানুষ, যারা সময়ের কুরবানী করুন বা অর্থের, যাদের মাঝে রয়েছেন পুরুষ এবং মহিলারাও, বড় বড় অংক যারা দিয়েছেন বা দেওয়ার ওয়াদা করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন এবং তাদের ধন ও জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন।

সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মসজিদ আমাদের তরবিয়্যত এবং তবলীগের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি আমীর সাহেবকে বলেছিলাম যে, ছোট ছোট মসজিদ হলেও সব জামাতে মসজিদ বানানোর চেষ্টা করুন।

খোদা তা'লার অপার কৃপায় আফ্রিকায় অনেকেই এমন আছে যারা বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করে জামাতের হাতে তুলে দেয়। আমরা সাধারণত মনে করি, আফ্রিকান মানুষ দারিদ্র্যের কারণে হয়তো লোভী হবে, কিন্তু তাদের হাতে অর্থ আসলে কুরবানীর যে মান তারা প্রতিষ্ঠা করেন তেমনটা খুব কমই দেখা যায়। অবশ্য আহমদীদের মাঝে সর্বত্রই খোদার গৃহ নির্মাণ এবং এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

নর-নারী সবাই যাকাতের অন্তর্গত। আর এর একটি নির্ধারিত হার রয়েছে যা মহানবী (সা.)-এর যুগে তিনিই নির্ধারণ করেছেন। এরপর যাকাতের ক্ষেত্রে, সম্পদ পবিত্র করার ক্ষেত্রেপ্রত্যেক সেই চাঁদাও অন্তর্গত যা খোদার ধর্মের প্রচার এবং এর সাথে যুক্ত কর্মকান্ডে ব্যয় হয় এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়ে থাকে।মসজিদ প্রকৃতপক্ষে তাদের মাধ্যমেই আবাদ হয় যারা ঈমান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় আর সৎকর্মের ক্ষেত্রেও অগ্রগামী। এই দায়িত্ব সর্ব প্রথম জামাতের ওহ্‌দাদার এবং অঙ্গ-সংগঠনের কর্মকর্তাদের ওপর বর্তায়, আপনারা নিজেদের উপস্থিতির মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করা অনিবার্য করে নিন। জামাত যে সম্পদ এবং সময়ের কুরবানী দিয়েছে, তার স্থায়ী পুণ্য লাভের জন্য সকল ওহদাদার এবং প্রত্যেক আহমদীরও চেষ্টা করা উচিত যেন এখন এই যে মসজিদ রয়েছে তার ধারণ ক্ষমতা আপনাদের মোট সংখ্যার চেয়ে তিনগুণ বড়, সেটি যেন আপনাদের জন্য ছোট হয়ে যায়। আর মসজিদ তখন ছোট হয় যখন নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর জামাত বড় হয়। জামাত বড় করার জন্য তবলীগ করা জরুরী, বরং একান্ত আবশ্যক।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডার রিজাইনাতে মসজিদে মাহমুদ-এ প্রদত্ত ৪ ঠা নভেম্বর, ২০১৬- এর জুমুআর খুতবা (৪ নবুয়ত ,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (التوبۃ:18)

আলহামদুলিল্লাহ্, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রিজাইনাকেও আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য দান করেছেন। মাশাআল্লাহ্! মসজিদ খুবই সুন্দর হয়েছে। বর্তমানে এখানে জামাতের যে লোক সংখ্যা আর এর চারপাশে ও নিকটবর্তী এলাকায় যারা বসবাস করছে তাদেরকে মিলিয়ে মোট সংখ্যা প্রায় ১৬০ জন। আর এই মসজিদের ধারণ ক্ষমতা যা বলা হয়েছে তা হলো, মসজিদের হলঘরে ৪০০ ব্যক্তি নামায পড়তে পারে, এছাড়া প্রয়োজনে কমন এরিয়াতে আরও ১০০ ব্যক্তির সংকুলান হওয়া সম্ভব। এক কথায় জামাতের এখনকার সংখ্যার নিরিখে প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে এই মসজিদ প্রায় তিন গুণ বড়।

আমাকে জানানো হয়েছে, এর ব্যয়ভারও স্থানীয় জামাতই বহন করেছে বা বহনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অর্থের দিক থেকে নগদে মোট যে খরচ হয়েছে তারও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বহনের দায়িত্ব দুই ব্যক্তি নিয়েছেন যাদের একজন হলেন আমাদের শহীদ ডাক্তার শামসুল হক সাহেবের বিধবা স্ত্রী। অর্থের দিক থেকে 'নগদ' যে শব্দটি আমি ব্যবহার করলাম এর কারণ হলো, যখন আমরা মসজিদের নির্মাণ কাজে হাত দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছি আর কন্ট্রাক্টরদের সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন সর্বনিম্ন যে টেন্ডার বা কোটেশন এসেছে, তাতে নির্মাণ ব্যয় বলা হয়েছে ২.৮ মিলিয়ন ডলার, আর এর সাথে আনুষঙ্গিক খরচাদি মিলিয়ে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত খরচ হওয়া অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু মসজিদের নির্মাণ এবং তা সম্পূর্ণ করার জন্য খরচ হয়েছে ১.৬ মিলিয়ন ডলার। এখন এক বস্তুবাদী মানুষ এটি শুনে বিস্মিত হবে কেননা কিভাবে এটি হতে পারে যে, ঠিকাদারদের নূন্যতম টেন্ডারেরও অর্ধেক খরচে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিঃসন্দেহে এক বস্তুবাদী মানুষ এটি ধারণাই করতে পারে না কেননা সে জানে না যে, কুরবানী কাকে বলে, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত কুরবানীর কী উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রাণ, সম্পদ এবং সময় উৎসর্গ করার দৃষ্টান্তও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতেরই বৈশিষ্ট্য। সর্বত্র এটিই আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য, তা পাকিস্তানের আহমদীই হোক যারা প্রাণ এবং সম্পদের ত্যাগ স্বীকার করছে, বা আফ্রিকার আহমদীই হোক যাদের কাছে সম্পদ না থাকলেও সময়ের কুরবানীর মাধ্যমে বা নিজের যা কিছু আছে তা-ই মসজিদ এবং জামাতী কাজের জন্য দান করার মাধ্যমে নিজেদের কুরবানী উপস্থাপন করে থাকে। আবার ইন্দোনেশিয়ার আহমদীই হোক বা ইউরোপে বসবাসকারী

আহমদীই কিংবা কানাডার আহমদী হোক যারা এখানে বসবাস করছে, অথবা পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের আহমদী, খোদা তা'লা তাদেরকে কুরবানীর তৌফিক দিয়ে থাকেন কেননা খোদার সন্তুষ্টিকেই তারা নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে।

এই মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে জামাতের সম্পদের অর্ধেকেরও অধিক যে সাশ্রয় করা হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত সিস্কাটনের তিন ভাই স্বেচ্ছাসেবামূলকভাবে এখানে নিজেদের সেবা দিয়েছেন আর এভাবে জামাতের অর্থ সাশ্রয় করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরাও এতে যোগ দিয়েছেন। কন্ট্রাক্টর এই তিন ভাই চতুর্থ আর একজন কন্ট্রাক্টরের সাহায্যও পেয়েছেন, যাকে হয়তো আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের জন্যই টরেন্টো থেকে এখানে পাঠিয়েছিলেন যেখানে তার কাজ শেষ হলে তিনি এখানে চলে আসেন। যাহোক, তারা সবাই সম্মিলিতভাবে এই কাজ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীও রয়েছেন, যাদের মাঝে রিজাইনা-র স্থানীয় আহমদীরা রয়েছে। এছাড়া সিস্কাটন, ক্যালগেরি, এডমিন্টন এবং টরেন্টো থেকেও লোকজন এসেছেন যাদের মাঝে খোদ্দাম এবং আনসার উভয়ই রয়েছে। আর কেবল সেই কাজ ব্যতিরেকে, যে কাজের জন্য জামাতে পেশাদারী দক্ষ জনবল নেই, বাকি সব কাজই এসব কন্ট্রাক্টর ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিজ থেকেই করেছে। এখন একজন বস্তুবাদী কন্ট্রাক্টর এটি ভাবতেও পারে না কিন্তু এরা নিজেদের অর্থ এবং সময়ের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি। অনুরূপভাবে লাজনাও আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি এসব স্বেচ্ছাসেবীদের খাবারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে এই নির্মাণ কাজে তারাও ভূমিকা রেখেছেন আর এভাবে এতে তাদেরও অংশগ্রহণ রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, এই মসজিদ নির্মাণের জন্য স্বেচ্ছাসেবীরা প্রায় সাড়ে এক চল্লিশ হাজার ঘন্টা শ্রমসেবা দান করেছেন। দৈনিক আট ঘন্টা আর সপ্তাহে পাঁচ দিন, কাজের এই রুটিন সময় এখানে দেখা হয়নি। আমার মনে হয়,অনেকে হয়তো দিনরাতই কাজ করেছেন আর সাত দিন ধরেই কাজ করেছেন, তখন বাঁধা-ধরা কাজের সময়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি যেমনটি বলেছি, কুরবানীর এই প্রেরণা ও চেতনা আহমদীদের মাঝে সর্বত্র দেখা যায়। একদিকে কতিপয় মুসলমান পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিতে রত আর অপরদিকে পৃথিবীর উন্নত এবং জাগতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর দেশ সমূহে বসবাসকারী আহমদী মুসলমানরা আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণে নিজেদের অর্থ-সম্পদ এবং সময় ব্যয় করছেন, কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি খোদার ঘর নির্মাণ করে সে জান্নাতে নিজের জন্য ঘর প্রস্তুত করে নেয়। (সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত)

এর কারণ হলো এ যুগের ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন, তোমরা ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করার জন্য এবং ইসলামের প্রকৃত ও আকর্ষণীয় চিত্র তুলে ধরার জন্য মসজিদ নির্মাণ কর।

অতএব এসব মসজিদ নির্মাণের পিছনে যে কুরবানী রয়েছে এর উদ্দেশ্য হলো একদিকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন আর অপরদিকে ইসলাম সম্পর্কে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গী পৃথিবীবাসীর মন থেকে বের করে দেওয়া এবং তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, মুসলমানদের মসজিদ এবং ইসলামের শিক্ষা পৃথিবীতে নৈরাজ্য এবং ধ্বংসযজ্ঞের কারণ নয় বরং তা ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভের কারণ, মানবহৃদয়ে খোদাপ্রেম প্রতিষ্ঠা এবং খোদার প্রাপ্য অধিকার প্রদান এবং খোদার সৃষ্টিকে ভালোবাসা এবং তাদের প্রাপ্য তাদেরকে প্রদানের মাধ্যম।

এই মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে কানাডা জামাতে প্রথমবার আহমদী স্বেচ্ছাসেবীরা মসজিদের বেশিরভাগ কাজ নিজেরা করে জামাতের অর্থ সাশ্রয় করেছেন। এভাবে পৃথিবীর অন্যত্রও কাজ হয়ে থাকে, তবে এখানে এমনটি হয়েছে প্রথমবার। খোদা তা'লা সেই সকলত্যাগী মানুষ, যারা সময়ের কুরবানী করুন বা অর্থের, যাদের মাঝে রয়েছেন পুরুষ এবং মহিলারাও, বড় বড় অংক যারা দিয়েছেন বা দেওয়ার ওয়াদা করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন এবং তাদের ধন ও জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন।

সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মসজিদ আমাদের তরবিয়্যত এবং তবলীগের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি আমীর সাহেবকে বলেছিলাম যে, ছোট ছোট মসজিদ হলেও সব জামাতে মসজিদ বানানোর চেষ্টা করুন। তিনি আমাকে বলেছেন, 'এখন আমরা সেই পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছি আর আমাদের চেষ্টাও তাই যে, ছোট ছোট মসজিদ নির্মিত হোক এবং ব্যাপক সংখ্যায় নির্মাণ করা হোক'। সেইসাথে আমি এটিও বলতে চাই যে, আমরা ছোট ছোট মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা যদিও হাতে নিয়েছি তাসত্ত্বেও স্বল্পতম সময়ে সর্বত্র মসজিদ নির্মাণের সামর্থ্যও আমাদের নেই। অতএব স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে কাজ আপনারা আরম্ভ করেছেন এটি এক উত্তম ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখন এটিকে ধরে রাখা উচিত আর অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা যতটা সম্ভব সর্বদাই থাকা উচিত।

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমাদের জামাতের এখন মসজিদের খুবই প্রয়োজন রয়েছে। মসজিদ খোদার ঘর। যে শহর বা গ্রামে আমাদের মসজিদ নির্মিত হয়, নিশ্চিত হতে পার যে, সেখানে জামাতের উন্নতির ভিত রচিত হলো। যদি এমন কোন শহর বা গ্রাম থাকে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম বা শূন্য, আর সেখানে যদি তোমরা ইসলামের উন্নতি চাও তাহলে একটি মসজিদ সেই স্থানে বানিয়ে দেওয়া উচিত আরএর ফলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুসলমানদেরকে টেনে আনবেন। কিন্তু শর্ত আছে , হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে শর্ত উল্লেখ করেছেন তা নিজেদের সামনে রাখতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, তবে শর্ত হলো মসজিদ নির্মাণের পিছনে উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়া চায়। শুধু খোদার সন্তুষ্টির জন্য তা করা উচিত। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা বা অন্য কোন উদ্দেশ্য যেন এর পেছনে না থাকে তাহলেই খোদা তা'লা তাতে কল্যাণ দান করবেন। "

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠ-১১৯)

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র আকাঙ্খা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু একই সাথে সেই শর্তের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, আন্তরিকতা থাকতে হবে, আবেগ-উচ্ছাস যেন কেবল সাময়িক না থাকে। শুধুই সুন্দর মসজিদ নির্মাণ যেন উদ্দেশ্য না হয় বরং এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনও রয়েছে। শুধু খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে যেন মসজিদ নির্মাণ করা না হয়। কেবল এটি বলার জন্য যেন মসজিদ নির্মিত না হয় যে, এত বড় অংকের টাকা আর্থিক কুরবানী করেছি বা এত ঘন্টা বেশি কাজ করেছি, বা কোন প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মিত হওয়া উচিত নয়। মসজিদ সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নির্মিত হওয়া উচিত। পূর্বে আমি যেমনটি উল্লেখ করেছি, এই তিন ভাই এবং চতুর্থ কন্ট্রাক্টর যিনি এসে তাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং নির্মাণ কাজে ভূমিকা বেশি রেখেছেন, গতকাল তারা সবাই আমার সাথে সাক্ষাতও করেছেন। তারা এই কারণে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন যে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই পুণ্য কর্মে অবদান রাখার তৌফিক দিয়েছেন। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বড় বড় কিছু ঠিকাদারী কাজও তারা পেয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কখনও শূন্য হাতে ফেরান না। কখনও দ্রুত আবার কখনও বিলম্বে হলেও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এই ভাইদের একজনের নাম হলো মনসূর সাহেব। তিনি লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাওয়া এক যুবক, যে আমাদের সাথে কাজ করতো, প্রথমদিকে এখানে এসে কাজ করতে সে অস্বীকার করে, কিন্তু পরে স্বপ্নে দেখে যে, তাকে বলা হচ্ছে,'মসজিদ নির্মাণের জন্য ঠিকাদারদের তোমার প্রয়োজন রয়েছে'। অতএব সে নিজেই যোগাযোগ করে আর এখানে এসে কাজ আরম্ভ করে দেয়। সেই কাজ চলাকালীন তার আর্থিক অবস্থারও অবনতি হয়। একদিন তার স্ত্রী বলেন যে, এখন সংসার খরচও অবশিষ্ট নেই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে যেভাবে স্বীয় দানে ভূষিত করেছেন তা হলো,সেদিন বা পরের দিন খুব সম্ভব ট্যাক্স-ক্রেডিট কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণ অর্থ তাকে দিয়ে বলে, এগুলো তোমার প্রাপ্য ছিল। এভাবে কিছু অর্থ-কড়ি তার কাছে আসে। আবার চাইল্ড বেনিফিট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও কিছু অর্থ আসে, আর এভাবে প্রায় ১৩/১৪ হাজার ডলার তার হাতে আসে। অতএব নিয়্যত নেক হতে হবে, তাহলে খোদা তা'লাও স্বীয় দানে ভূষিত করেন।

খোদা তা'লার অপার কৃপায় আফ্রিকায় অনেকেই এমন আছে যারা বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করে জামাতের হাতে তুলে দেয়। আমার মনে আছে, ঘানায় যখন আমি ছিলাম তখন টোমালে নামের একটি শহরে কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম। সেই শহরে কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত আমাদের ছোট্ট একটি মসজিদ ছিল। আর এর ভেতরে ও বাইরে প্লাস্টার করে সেটিকে মজবুত করার প্রযত্ন করা হয়েছিল। খিলাফত লাভের পর প্রথমবার যখন ঘানা সফরে গিয়েছি তখন আমি টোমালে শহরেও যাই। আর সেখানে গিয়ে দেখি অনেক বড় একটি দো'তলা মসজিদ রয়েছে যা আপনাদের এই মসজিদের প্রায় তিন গুণ বড় হবে। আর তার সাথেই বিভিন্ন অফিসও রয়েছে। আমাকে বলা হয়, আমাদের এক আহমদী বন্ধু এই মসজিদ নির্মাণের পুরো ব্যয়ভার বহন করেছেন। আর আমি এটিও জানি যে, তার জন্য এই কাজ খুব সহজ ছিল না। তিন-চার বছরে তিনি এই পুরো অর্থ প্রদান করেছেন। কিন্তু যাহোক তিনি বলেছেন যে, 'সবকিছু আমি করব' আর তিনি তা করেছেনও। অতএব, এই যে প্রকৃতি আর বৈশিষ্ট্য,যেমনটি আমি বলেছি, এটি সর্বত্র আহমদীদেরই বৈশিষ্ট্য, আর তা রয়েছে একজন আফ্রিকান

আহমদীর মাঝেও। আমরা সাধারণত মনে করি, আফ্রিকান মানুষ দারিদ্র্যের কারণে হয়তো লোভী হবে, কিন্তু তাদের হাতে অর্থ আসলে কুরবানীর যে মান তারা প্রতিষ্ঠা করেন তেমনটা খুব কমই দেখা যায়। অবশ্য আহমদীদের মাঝে সর্বত্রই খোদার গৃহ নির্মাণ এবং এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

পাকিস্তানে আমরা মসজিদ নির্মাণ করতে পারি না। মানুষ অনেক সময় অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে আমাকে লিখে, দোয়া করুন আমরা যেন মসজিদ নির্মাণ করতে পারি, মসজিদ তো আইনগত বাধ্যতার কারণে আমরা নির্মাণ করতে পারছি না, অন্তত পক্ষে একটি হলঘরও যদি আমাদের হাতে আসত তবে সেখানে একত্রিত হয়ে নামায পড়া যেত। মিনার এবং গম্বুজ তো দূরের কথা, একটি কক্ষের মত করে বানিয়ে সামনে মসজিদের জন্য সাধারণ মেহরাবও বানানো যায় না। বরং কোন কোন স্থানে এত কঠোরতা রয়েছে যে, কিবলামুখী কোন ভবনই আমরা বানাতে পারছি না। কিন্তু বহির্বিশ্বে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উপর এমন কৃপা বর্ষণ করছেন যে, খোদার এই দান আমাদের কল্পনা এবং প্রচেষ্টার বহু উর্ধ্বে এবং তিনি আমাদেরকে মসজিদ নির্মানের তৌফিক দান করে চলেছেন। অতএব খোদার এই কৃপাবারি দেখে আমরা কৃতজ্ঞতার চেতনায় সমৃদ্ধ। অনুরূপভাবে আজ এখানে বসবাসকারীদেরও খোদার কৃতজ্ঞতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে একটি মসজিদ দান করেছেন। এমন একটি ঘর তাদেরকে দিয়েছেন যা খোদার ঘর আরএ ঘর নির্মিত হয়েছে এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের জন্য। নিঃসন্দেহে এটি খোদার ঘর কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজের স্বার্থে এই গৃহ নির্মাণ করেননি। এই গৃহের কারণে উপকৃত হচ্ছে এবং হয়তারাই, যারা এই মসজিদে আসে। অতএব, এটি খোদা তা'লার অনেক বড় একটি অনুগ্রহ যার জন্য যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক তা অপ্রতুলই। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে রীতি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তা সেই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যা আমি তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আয়াতের অনুবাদ হল- আল্লাহ্র মসজিদ শুধু তারাই আবাদ করে যারা আল্লাহ্র সত্তায় এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এমন মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে গণ্য হবে। (সূরা আত্-তওবা: ১৮)

সুতরাংখোদা তা'লা এবং পরকালের প্রতি ঈমান, যা মুমিন এবং মুসলমান হওয়ার মৌলিক শর্ত। এটি তো অত্যাবশ্যকভাবে প্রয়োজনীয়। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নামায কায়েম করাও তোমাদের জন্য আবশ্যকীয়। আর নামায কায়েম করার অর্থ কী? এর অর্থ হলো নির্ধারিত সময়ে পাঁচ বেলা বাজামাত নামাযের জন্য মসজিদে আসা। নামায কায়েম করার অর্থই হলো, বা-জামাত নামায পড়া। এরপর যাকাত দেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে। যাকাত কাকে বলে? এর অর্থ হলো নিজের সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে সেটিকে পবিত্র করা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই কুরবানীর ক্ষেত্রে আহমদীরা অনেক অগ্রগামী, কিন্তু নামাযের জন্য যাওয়া এবং বাজামাত নামায পড়ার ক্ষেত্রে সর্বত্র অলসতা দেখা যায়। অথচ এটি মৌলিক বিষয়, এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

যাকাত সম্পর্কে আমি এটিও বলতে চাই যে, সাধারণভাবে যাকাত এর অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য আবশ্যক, যে সম্পদশালী, যার টাকা প্রধানত ব্যাংকে রয়েছে বা তার হাতে রয়েছে,আর তা বিশাল অংকের টাকা, সারা বছর যা অব্যবহৃত পড়ে থাকে। যার কাছে (নির্ধারিত পরিমাণের অধিক) স্বর্ণ বা রৌপ্য রয়েছে তাদেরও যাকাত দিতে হয়। অনেক কৃষকের জন্যও যাকাত আবশ্যক হয়ে থাকে। এরপর যাদের বড় বড় পশু-খামার আছে তাদের জন্যও যাকাত প্রদান আবশ্যক। নর-নারী সবাই এই যাকাতের অন্তর্গত। আর এর একটি নির্ধারিত হার রয়েছে যা মহানবী (সা.)-এর যুগে তিনিই নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপভাবে যাকাতের প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে আমি এটিও বলতে চাই যে, মহিলাদের এদিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, এখানে এসে সচ্ছলতা লাভের কারণে তাদের কাছে অনেক স্বর্ণের গহনা থাকে। আমি প্রায় সময় দেখেছি বড় এবং ছোট বয়সের মহিলারা স্বর্ণের ভারি-ভারি বালা এবং চুড়ি পরে রাখেন। নিঃসন্দেহে পরুন কেননা এটি সৌন্দর্য্য এবং আল্লাহ্ তা'লা তা বৈধ আখ্যা দিয়েছেন কিন্তু এর ওপর যাকাত দেয়াও আবশ্যক।

এরপর যাকাতের ক্ষেত্রে, সম্পদ পবিত্র করার ক্ষেত্রেপ্রত্যেক সেই চাঁদাও অন্তর্গত যা খোদার ধর্মের প্রচার এবং এর সাথে যুক্ত কর্মকান্ডে ব্যয় হয় এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়ে থাকে। এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে একমাত্র আহমদীয়া জামাত-ই ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করছে যেমন: মসজিদ নিমার্ণ, মিশন হাউজ নির্মাণ, এছাড়া রয়েছে মুবাল্লিগদের ব্যবস্থাপনা, স্কুল বা হাসপাতাল রয়েছে।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যাকাতের কথা বলার পর পরবর্তী যে কথা বলা হয়েছে তা হলো, আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। যদি খোদা-ভীতি থাকে তাহলে মানুষ অনেক পাপ এড়িয়ে চলতে পারে, এসব দেশে স্বাধীনতার নামে যেসব ব্যাধি রয়েছে তা এড়িয়ে চলতে পারে। স্মরণ রাখা উচিত, হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি হওয়া একান্ত আবশ্যক আর খোদা-ভীতির নামই তাকওয়া। কুরআন শরীফে তাকওয়া সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে যেখানে আমাদের জন্য বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ রয়েছে। অতএব, এসব কথার ওপর যদি আমল করা হয় তবে নিশ্চিত হতে পারেন যে, খোদার দৃষ্টিতে আপনি হেদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারেন আর মসজিদ আবাদ করার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী হতে পারেন। আর কর্ম এবং ঈমানের ওপর এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে থাকে আর এটিই মানুষকে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত করে। নতুবা কেবল মসজিদ নির্মাণ করেই আনন্দিত হওয়া আর কখনও কখনও মসজিদে নামাযের জন্য আসা এবং আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে মানুষকে যদি অধিক ভয় করা, জাগতিক লোভ-লালসা এবং কামনা-বাসনা যদি ধর্ম এবং ধর্মীয় আবশ্যিক বিষয়াদি থেকে উদাসীন করে দেয় তাহলে এমন ব্যক্তি সাময়িক একটি পুণ্যকর্ম করলেও খোদার স্থায়ী কৃপাবারি থেকে সে দূরে বঞ্চিত থাকবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মসজিদ প্রকৃতপক্ষে তাদের মাধ্যমেই আবাদ হয় যারা ঈমান এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় আর সৎকর্মের ক্ষেত্রেও অগ্রগামী। এই দায়িত্ব সর্ব প্রথম জামাতের ওহদাদার এবং অঙ্গ-সংগঠনের কর্মকর্তাদের ওপর বর্তায়, আপনারা নিজেদের উপস্থিতির মাধ্যমে মসজিদকে আবাদ করা অনিবার্য করে নিন। জামাত যে সম্পদ এবং সময়ের কুরবানী দিয়েছে, তার স্থায়ী পুণ্য লাভের জন্য সকল ওহদাদার এবং প্রত্যেক আহমদীরও চেষ্টা করা উচিত যেন এখন এই যে মসজিদ রয়েছে তার ধারণ ক্ষমতা আপনাদের মোট সংখ্যার চেয়ে তিনগুণ বড়, সেটি যেন আপনাদের জন্য ছোট হয়ে যায়। আর মসজিদ তখন ছোট হয় যখন নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর জামাত বড় হয়। জামাত বড় করার জন্য তবলীগ করা জরুরী, বরং একান্ত আবশ্যক।

মসজিদ নির্মাণের এই সুযোগ লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী এখানকার সকল স্থানীয় বসবাসকারীর কাছে পৌঁছে দিন। আর এটি খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি মানুষের অধিকার প্রদান করাও বটে। এটি স্থানীয় লোকদের অধিকার যেন আমরা তাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছাই। তাদেরকে নোংরামি এবং অপবিত্রতা থেকে মু ক্ত করুন। জগদ্বাসীকে তাদের প্রকৃত স্রষ্টা সম্পর্কে অবহিত করা হলো আমাদের দায়িত্ব। এখন পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী জাগতিক উন্নতি, জাগতিক চাকচিক্য এবং তাতে হারিয়ে যাওয়াকেই সব কিছু মনে করে, কিন্তু তারা জানে না যে, এই ক্ষণস্থায়ী আলোর শেষে ঘোর অমানিশা অপেক্ষা করছে, যাতে তারা নিমজ্জিত হবে। এই পরিস্থিতিতে জগদ্বাসীকে আলোকময় পরিণামের পথ দেখানো জামাতের সদস্যদের কাজ। তাদেরকে এটি বলুন যে, এটি হলো ক্ষণস্থায়ী আলো, প্রকৃত আলো হলো সেটিই, যার শেষ ভালো হয় আর তা আল্লাহ্র অধিকার প্রদানের মাধ্যমে লাভ হয়, তাঁর ইবাদত করার মাধ্যমে লাভ হয়, নিঃস্বার্থ ইবাদতের মাধ্যমে লাভ হয়। আর এটি তখনই লাভ হবে যখন আমাদের নিজেদের মাঝে ইহজগতের চেয়ে পরজগতের চিন্তা বেশি থাকবে। বিশ্ববাসীকে আমরা তখনই এটি বলতে পারব যখন আমরা নিজেদের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখব এবং নিজেদের আখিরাত বা পরকাল সম্পর্কে আমাদের চিন্তা থাকবে। তবেই আমরা বিশ্ববাসীকে আলোর পথ দেখাতে পারব। তখন আমরা ভালোবাসা এবং প্রেম-প্রীতির কেবল শ্লোগান উচ্চারণকারীই হব না বরং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধিকার আদায়কারীও হব। আর এভাবে আমরা নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করব। তখন আমাদের মাঝে খোদার ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা থাকবে, বরং আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মে খোদার জন্য ভালোবাসা এবং খোদাপ্রেমের ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার পাশাপাশি খোদার সৃষ্টির প্রতিও ভালোবাসার ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। দূর থেকে যারা আমাদের দেখে এবং আমাদের শ্লোগান শুনে আমাদের কাছে আসে, যারা আমাদের মুখে ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষার কথা শুনে প্রভাবিত হন কাছে এসে তারা যেন এটি বলতে না পারে যে, দূর থেকে দেখলে তোমাদের যেমন মনে হতো কাছে আসলে তোমাদেরকে তেমনটা মনে হচ্ছে না। আমাদের উচিত পরলৌকিক জান্নাত লাভের জন্য আমরা যেন এই পৃথিবীকেও নিজেদের কর্ম ও ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাত-প্রতিম করে তুলি। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে পায়চারি কর তখন সেখানে কিছু পানাহারও কর। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, অধিকাংশ হাদীস তিনিই বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে

আল্লাহ্‌র রসূল! জান্নাতের বাগান কাকে বলে? তিনি (সা.) বলেন, জান্নাতের বাগান হলো মসজিদ। পুনরায় আমি জানতে চাইলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! জান্নাতে পানাহার করার অর্থ কী? তিনি (সা.) বলেন, খোদা তা'লাকে স্মরণ করা, তাঁর তাসবীহ্ (যপগাঁথা) ও তাহ্‌মীদ(প্রশংসা) করা- আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি পাঠ করাই জান্নাতে পানাহারের নামান্তর।

(সুনান তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

অতএব নামাযের পর মসজিদে বসে আল্লাহ্‌র তাসবীহ ও তাহমীদ করা, তাঁর মহিমা কীর্তন করা, এগুলো পৃথিবীতে জান্নাতের ফল খাওয়ার নামান্তর। আর যারা এভাবে খোদার স্মরণ এবং তাঁর ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকে তারা কেবল পারলৌকিক জান্নাতের পথপানেই চেয়ে থাকে না বরং খোদার নির্দেশ অনুসরণ করে বান্দাদের অধিকার এবং প্রাপ্য প্রদানেরও চেষ্টা করে। সেইসাথে নিজেদের কর্ম বা আমলকে খোদার নির্দেশসম্মত করার চেষ্টা করে।

অতএব,তারা কতইনা সৌভাগ্যবান যারা এই পৃথিবীতেও জান্নাতের ফল খায় এবং খাওয়ায় আর পরকালেও তারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবে, আর তারা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাকওয়ার পথে বিচরণকারী।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কুরআন শরীফে সমস্ত আদেশ-নিষেধের চেয়ে তাকওয়া এবং পরহেযগারির ওপর সবচেয়ে বেশি তাকিদী নির্দেশ রয়েছে। এর কারণ হলো, তাকওয়া সকল পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য শক্তি জুগিয়ে থাকে আর সকল পুণ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য গতি সঞ্চার করে। এর জন্য এতটা জোর দেওয়ার পিছনে রহস্য হলো, তাকওয়া সকল ক্ষেত্রে মানুষের জন্য নিরাপত্তার রক্ষাকবচ, আর সকল নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি এক 'হিসনে হাসীন' অর্থাৎ সুরক্ষিত দুর্গ। তাকওয়া অবলম্বন করলে মানুষ শয়তান থেকে পরিত্রাণ পায়। তিনি বলেন, একজন মুত্তাকী এমন অনেক বৃথা ও বাজে এবং ভয়াবহ ঝগড়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে যাতে অন্যরা লিপ্ত হয়ে অনেক সময় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়।"

(আইয়ামেস সুলাহ, রূহানী খাযায়েন, ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২)

সবার এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরবানী এবং ত্যাগের এই যে দৃষ্টান্ত আপনারা স্থাপন করেছেন বা করে থাকেন,সেটিকে তাকওয়ার মাধ্যমে সঞ্জীবিত রাখাও আবশ্যক, নতুবা তা হবে ক্ষণস্থায়ী কুরবানী। আমি যেমনটি বলেছি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পদ্ধতি হলো তবলীগের দায়িত্ব পালন করা। মসজিদ নির্মাণের ফলে অনেকেরই দৃষ্টি নিজ থেকেই মসজিদের উপর পড়বে, আর মসজিদ দেখে আপনাদের প্রতিও তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে, এখানে বসবাসকারী আহমদীদের প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর তখন সকল আহমদীর আমল এবং তাকওয়াই হবে অন্যদের হিদায়াত লাভের কারণ। অতএব,এই এখানে বসবাসকারী সকল আহমদীর ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করছে, আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য সব আহমদীর উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "আমাদের জামাতের লোকদের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের জামাতভুক্ত হয়ে ঘৃণ্য ও মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, আর বিশ্বাস এবং কর্মের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখায়, সে যালেম বা অন্যায়কারী কেননা পুরো জামাতের সুনাম হানির কারণ হয় আর আমাদেরকেও আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করে। নোংরা দৃষ্টান্তের কারণে অন্যদের মাঝে ঘৃণার সৃষ্টি হয় আর উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন হলে মানুষ আকৃষ্ট হয়। তিনি বলেন, আমাদের কাছে কোন কোন মানুষের পত্র আসে আর তারা লিখে যে, যদিও আমি এখন পর্যন্ত আপনার জামাতভুক্ত নই কিন্তু আপনার জামাতের কিছু মানুষের অবস্থা থেকে ধারণা করতে পারি যে, এই জামাতের শিক্ষা অবশ্যই পুণ্যভিত্তিক।"

আজও অনেকেই আমাকে লিখে, আর সাক্ষাতে কেউ কেউ বলেও থাকে যে, জামাতের সদস্যদের দেখে অনুভব করা যায় যে, আপনাদের শিক্ষা শান্তি, নিরাপত্তা, প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার সম্বলিত। অতএব এই আদর্শকে স্থায়ী করা, এই শিক্ষার প্রচার করা এবং সেটিকে নিজেদের কর্মে স্থায়ী আচরণে রূপায়িত করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- " আল্লাহ্ তা'লাও মানুষের কর্মের একটি দিন-পঞ্জী প্রস্তুত করেন যাতে মানুষের দৈনিক কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হয়।" অতএব, মানুষেরও নিজের অবস্থার একটি ডায়রী প্রস্তুত করা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা তো করেনই কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি বা মু'মিনেরও স্বয়ং নিজের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত বা নিজের দৈনিক কর্মকাণ্ডের ডায়রী লেখা উচিত আরএটি দেখা উচিত যে, আমি কি কি ভালো কাজ করেছি আর কি কি মন্দ কাজ করেছি। তিনি বলেন, "মানুষেরও নিজের অবস্থার একটি দৈনিক সারণী প্রস্তুত করা উচিত এবং সেটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। শুধু লেখাই যথেষ্ট নয় বরং সেটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত যে, পুণ্যের ক্ষেত্রে সে কতটা অগ্রসর হয়েছে। মানুষকে এটি ভাবতে হবে বা বিশ্লেষণ করতে হবে যে, পুণ্যে আমি কতটা অগ্রসর হয়েছি, গতকাল যেখানে ছিলাম আজ তার চেয়ে অগ্রসর হয়েছি কি না। তিনি বলেন, মানুষের আজ এবং আগামীকাল সমান হওয়া উচিত নয়। পুণ্যে উন্নতির ক্ষেত্রে কারও আজ এবং আগামীকাল যদি সমান হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত। এটি নিয়ে আনন্দিত হবেন না যে, গতকাল পুণ্যের যে মানে ছিলাম আজও সেই মানেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি, বরং তিনি (আ.) বলেন, গতকালের চেয়ে পুণ্যের ক্ষেত্রে আজ তোমার এগিয়ে যাওয়া উচিত, যদি তা না হয় তাহলে নিশ্চিত জেনো যে, তুমি লাভ নয় বরং ক্ষতিতে রয়েছো। তিনি বলেন, মানুষ যদি খোদার মান্যকারী এবং তাঁর সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহলে তাকে কখনও ধ্বংস করা হয় না, বরং সেই একজনের কারণে লক্ষ প্রাণকে রক্ষা করা হয়।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮)

অতএব আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব হলো আহমদীদের। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো পুণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রসর হওয়া।

তিনি বলেন, একব্যক্তির কারণে লক্ষ প্রাণ রক্ষা করা হয়। সুতরাং সব আহমদীর ওপর পৃথিবীকে রক্ষা করার অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। যে পৃথিবী খোদা তা'লাকে ভুলে যাচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব হলো সেই পৃথিবীকে রক্ষা করা। নৈতিক বা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু মানুষ ভালো হলেও, কেউ কেউ বলে থাকে যে, ধর্ম মেনে লাভ কী, আমরা তো নৈতিক এবং চারিত্রিক ক্ষেত্রে উন্নত মানে উপনীত। কিছু মানুষ এমন আছে যাদের দৈনন্দিন স্বভাব -চরিত্র অবশ্যই ভালো, কারও অধিকারকে তারা পদদলিত করে না বা খর্ব করে না, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নামে নৈতিক বা চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা দেউলিয়া হয়ে গেছে, আর আইনও তাদের নিরাপত্তা দেয়। পৃথিবী আল্লাহ্ তা'লাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, আমরাও যদি আমাদের মূল্যবোধ হারিয়ে, খোদা তা'লাকে ভুলে গিয়ে, ইসলামী চারিত্রিক এবং নৈতিক শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে পৃথিবীর অন্ধ অনুকরণ করি তাহলে পৃথিবীর সংশোধন কে করবে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, সন্দেহ নাই। বহু মানুষ এই জামাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা তা থেকে বঞ্চিত থেকে যাই। অতএবযেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আজও প্রত্যেক আহমদীর আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যেন আমরা নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি। শুধু এই মর্মে আনন্দিত হবেন না যে, মসজিদ নির্মাণ করেছি। আমাদের লক্ষ্য তো এটি হওয়া উচিত যে, খোদার সামনে সিজদাকারী এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সংখ্যা আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে, আর এটি ততক্ষণ সম্ভব নয় যতক্ষণ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সামনে অগ্রসরমান না থাকবে এবং আমাদের প্রত্যেকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপন-পর সকলের জন্য আদর্শ না হবে। আমাদের কেউ যেন অন্যকে দুঃখ না দেয়, বরং আপন-পর সবার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- " তোমাদের উচিত তোমরা যেন নিজের জন্য, নিজের সন্তানসন্ততি, স্ত্রী, আত্মীয়স্বজন এবং আমাদের জন্যও রহমতের কারণ হয়ে যাও। কোন ভাবেই বিরোধীদেরকে আপত্তি করার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।" (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৮)

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বেদনাকে অনুভব করা উচিত আর নিজেদের সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত যা জামাতের জন্য এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য সুনামের কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। আমাদের আগামীকাল যেন আজ থেকে উত্তম হয়, আমাদের সন্তানসন্ততি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এটি বুঝতে পারে যে, আমাদের পিতা-মাতা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, তবলীগের যে কাজ করেছেন আর সন্তান-সন্ততিকে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার যে নসীহত করেছেন সেটিই প্রকৃত সম্পদ, যা তারা তাদের জন্য রেখে গেছেন। এরপর পরবর্তী প্রজন্ম, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন-মস্তিষ্কে যেন এই প্রেরণা এবং চেতনা সঞ্চার করে, আর আল্লাহ্ তা'লা করুন এই ধারা যেন এভাবেই অব্যাহত থাকে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন খোদার কৃপাবারি লাভ করতে থাকে। আল্লাহ্ করুন, এমনটিই যেন হয়। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

নিজ জাতির জন্য আনুগত্য ও ভালবাসার ইসলামি শিক্ষা

জার্মানী সেনার সদর দপ্তরে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম- আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও রহমত আপনাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক।

আমি প্রথমেই আপনাদের সদর দপ্তরে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনাদের মাঝে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হিসেবে আমি আপনাদের নিকট ইসলামি শিক্ষা সম্পর্খে বক্তব্য রাখতে চাই। তবে, এটি এত ব্যাপক একটি বিষয় যে, কেবল একটি অনুষ্ঠানে বা সংক্ষিপ্ত সময়ে এর সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নয়। তাই, এটা আব্যশ্যক যে আমি ইসলামের একটি দিক নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকি এবং আপনাদের সে সম্পর্কে বলি।

ইসলামের কোন দিকটি নিয়ে আমি বক্তব্য রাখব এ নিয়ে যখন চিন্তা করছিলাম, তখন এখানে জার্মানীতে আমাদের সম্প্রদায়ের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ্ ওয়াগিস হাউজার সাহেবের কাছ থেকে আমার নিকট একটি অনুরোধ আসে, যাতে তিনি আমাকে নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কীয় ইসলামী শিক্ষার উপর আলোচনা করতে অনুরোধ জানান। এটি আমাকে আমার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। তাই, এখন আমি আপনাদের নিকট এ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার কিছু নির্দিষ্ট দিক সংক্ষেপে তুলে ধরব।

'নিজ দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা' -এই কথাগুলি বলতে বা শুনতে খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে অনেক ব্যাপক, সুন্দর ও সুগভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। আসলেই, এই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ কী এবং এর পুরণের জন্য কি দরকার তা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করা সত্যিই বড় কঠিন। যাহোক, আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার উপর ইসলামী ধারণা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যে, ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে একজন ব্যক্তির কথা ও কাজে কোন প্রকারের দ্বৈততা বা কপটতা থাকা উচিত নয়। প্রকৃত বিশ্বস্ততার জন্য আন্তরিকতা ও সাধুতার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এর জন্য দরকার একজন মানুষ বাইরে যা প্রকাশ করে অন্তরেও তার অবস্থা একই রকম যেন হয়। জাতীয়তার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য, যেকোন দেশের একজন নাগরিকের জণ্য এটা অত্যাবশ্যক যে সে তার দেশের প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে এটা কোন বিবেচ্য বিষয় নয় যে সে একজন জন্মগত নাগরিক কিম্বা তার জীবনে পরবর্তীতে অভিবাসন বা অন্য কোন উপায়ে নাগরিকত্ব অর্জন করেছে কিনা।

বিশ্বস্ততা একটি মহৎ গুণ, আর যারা এই গুণটি সর্বোচ্চ মাত্রায় এবং সর্বোত্তম মর্যাদায় প্রদর্শন করেছিলেন তার হলেন আল্লাহর নবীগণ। খোদার সাথে তাদের ভালবাসা এবং বন্ধন এত শক্তিশালী ছিল যে তারা সব ক্ষেত্রে যাই ঘটুক না কেন তাঁর আদেশকে সামনে রেখেছেন এবং তা পুরোপুরিভাবে পালনের প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এটি তাঁর প্রতি তাদের অঙ্গিকার এবং তাদের বিশ্বস্ততার নিখুঁত মানের পরিচয় বহন করে। তাই, তাদের বিশ্বস্ততার এই মানকে আমাদের উদাহরণ এবং আদর্শ হিসেবে নেওয়া উচিত। যাহোক, সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে 'বিশ্বস্ততা'-র আসল অর্থ কী তা বোঝা প্রয়োজন।

ইসলামি শিক্ষা অনুসারে, 'বিশ্বস্ততা'-র সংজ্ঞা এবং প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সকল স্তরে এবং সর্বাবস্থায় যত কষ্টই হোক না কেন কারো অঙ্গিকার ও চুক্তিসমূহকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পূর্ণ করা। বিশ্বস্ততার এই সত্যিকারের মান ইসলম দাবি করে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে তাদের অঙ্গিকার ও চুক্তিকে অবশ্যই পুরণের নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা, তাদের দেওয়া সকল প্রতিশ্রুতির জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদেরকে তাদের সকল অঙ্গিকার পুরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নিজ গুরুত্ব অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত আছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লার সঙ্গে কৃত অঙ্গিকারসমূহ এবং অন্যান্য সকল অঙ্গিকার যাতে তারা আবদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে মানুষের মনে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যেহেতু মুসলমানেরা দাবি করে যে আল্লাহ এবং তাঁর ধর্ম তাদের নিকট সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আল্লহর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার অঙ্গিকার প্রথমে অগ্রাধিকার পাবে, এবং খোদার প্রতি এই অঙ্গিকারকে তারা অন্য সকল বিষয়ের উপর মূল্য দিবে আর তা পুরণের জন্য তারা সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে। সেজন্য এই বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে একজন মুসলমানের তার দেশের প্রতি যে বিশ্বস্ততা এবং দেশের আইনের প্রতি তা আনুগত্যের যে অঙ্গিকার তা কেবল তার জন্য গৌণ গুরুত্ব রাখে। তাই সে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দেশের প্রতি তার অঙ্গিকারকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত থাকতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রথমতঃ আপনাদের জানাতে চাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। তাই আন্তরিক দেশপ্রেম ইসলামের একটি আবশ্যকীয়তা। আল্লাহ এবং ইসলামকে সত্যিকারের ভালবাসতে চাইলে একজন ব্যক্তির নিজ দেশের প্রতিও ভালবাসা রাখা দরকার। এটা তাই খুব সুস্পষ্ট যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রতি ভালবাসা এবং তার দেশের প্রতি ভালবাসার মাঝে স্বার্থের কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। যেহেতু নিজ দেশের প্রতি ভালবাসা ইসলামের একটি অংশ করে নেওয়া হয়েছে, তাই এটা সুস্পষ্ট যে, একজন মুসলমানের তার বেছে নেওয়া দেশের প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের প্রাণপণ চেষ্ট করা উচিত, কারণ এটা খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর এবং তাঁর নিকটতর হওয়ার একটি মাধ্যম। তাই এটা অসম্ভব যে, একজন সত্যিকারের মুসলমান খোদার প্রতি যে ভালবাসা রাখে তা তার দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সত্যিকারের ভালবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কখনো প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমারা কিছু দেখতে পাই যে সেখানে ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে এমনকি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হচ্ছে। তাই আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যেসকল লোক তাদের রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতনে শিকার তারা তারপরও তাদের জাতি ও দেশের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে? অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, পাকিস্তানে এরকম অবস্থা বিরজমান যেখানে সরকার প্রকৃতপক্ষে আমাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আইন পাশ করেছে। এসকল আহমদী-বিরুদ্ধ আইন সেখানে কার্যকরীভাবে আরোপিত। এভাবে পাকিস্তানে, সকল আহমদী মুসলমানকে সরকারীভাবে আইনের মাধ্যমে 'অমুসলমান' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই তাদের জন্য সেখানে তাদের নিজেদের 'মুসলমান' বলে দাবি করা নিষিদ্ধ। এছাড়া পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য মুসলমানদের মতো করে ইবাদত করা নিষিদ্ধ বা এমন কোন ইসলামী অনুষ্ঠান বা প্রথা পালন করা নিষিদ্ধ যা তাদেরকে মুসলমান হিসেবে সনাক্ত করতে পারে। এভাবে পাকিস্তানে রাষ্ট্র নিজে থেকেই আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে ইবাদত করার মৌলিক মানবাধিকারা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

এই পরিস্থিতি সামনে রেখে এ প্রশ্নের উদয় হওয়া খুব স্বাভাবিক যে কিভাবে আহমদী মুসলমানরা এই অবস্থাতে দেশের আইন অনুসরণ করে? তারা কিভাবে তাদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে যেতে পারে? এখানে আমার এটা স্পষ্ট করা উচিত যে, যেখানে এ ধরণের চরম পরিস্থিতি বিরাজমান সেখানে আইন এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা দুইটি ভিন্ন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয় যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের জন্য নির্ধারণ করে এবং ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি থাকা উচিত না। তাই যখন আইন এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে আসে, নিঃসন্দেহে এটা কঠিন নিষ্ঠুরতা এবং নির্যাতনের কাজ। বাস্তবে, এ ধরণের রাষ্ট্র-অনুমোদিত নির্যাতন, যা বিভিন্ন যুগে ঘটেছে, বেশিরভাগ মানুষের দ্বারা নিন্দিত হয়ে এসেছে।

আমরা যদি ইউরোপের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই মহাদেশের লোকেরাও ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছে, আর এর ফলে, বহু সহস্র লোককে এক দেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যেতে হয়েছে। সকল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক, সরকার ও সাধারণ মানুষ একে নির্যাতন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা হিসেবে গণ্য করেছেন। এরকম পরিস্থিতিতে ইসলাম সমর্থন যে যেখানে নির্যাতন সকল সীমা অতিক্রম করে যায় এবং অসহনীয় হয়ে পড়ে তখন সে সময় একজন ব্যক্তির উচিত সেই শহর বা দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থানে চলে যাওয়া যেখানে সে শান্তিপূর্ণভাবে তার ধর্ম পালন করতে স্বাধীন। তবে, এ পথনির্দেশনার পাশাপাশি ইসলাম এটিও শিক্ষা দেয় যে কারো কোন অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত না এবং না তার উচিত তার দেশের বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়া। এটা ইসলাম প্রদত্ত একটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ।

চরম নির্যাতনের সম্মুখী হওয়া সত্বেও লক্ষ লক্ষ আহমদী পাকিস্তানে বাস করে চলেছে। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরূপ চলমান বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হওয়া সত্বেও, তারা দেশের সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সত্যিকারের আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। যেখানেই তারা কর্মরত থাকুক না কেন বা যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, তারা জাতির উন্নয়ন এবং সাফল্যে সাহায্যের চেষ্টায় অবিরতভাবে নিয়োজিত। কয়েক দশক ধরে, আহমদীয়াতের বিরোধীরা এই অভিযোগর চেষ্টা করে আসছে যে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 8th Dec, 2016 Issue No. 40

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

১২৬তম জলসা সালানা কাদিয়ানের অনুষ্ঠান

২৮ শে ডিসেম্বর দুপুরে ইমাম জামাত আহমদীয়া সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন মির্যা মাসরূর আাহমদ (আই.) -এর জ্ঞানগর্ভ ও ঐশী তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ সমাপনী ভাষণ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর সম্মানীয় উলেমাগণ বক্তব্য পেশ করবেন।

১) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব (আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং বিশ্বের ধর্মসমূহের)
২ মহানবী (সা.)-এর সীরাত (ন্যায় বিচারের আলোকে)
৩) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সীরাত [মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর আত্ম-বিলীনতা]
৪) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা (ঐশী সাহয্য ও সমর্থনের আলোকে)
৫) সাহাবা (রা.)-গণের সীরাত [হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এবং হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব (রা.)]
৬) দাওয়াতে ইলাল্লাহ এবং জামাত আহমদীয়ার দায়িত্বাবলী
৭) মুসলমানদের ঐক্য এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত।
৮) ধর্মীয় গুরুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যেই বিশ্ব-শান্তির নিরাপত্তা নিহিত।
৯) ওসীয়্যত ব্যবস্থার গুরুত্ব ও কল্যাণ
১০) খিলাফত ব্যবস্থার আনুগত্য এবং এর কল্যাণ
১১) আহমদীয়াতই হল প্রকৃত ইসলাম।
১২) জামাত আহমদীয়া এবং কুরআনের খিদমত

আহমদীরা পাকিস্তানে প্রতি অনুগত নয়, কিন্তু তারা কখনো এটা প্রমাণ করতে পারে নি বা তাদের দাবির সমর্থনে কোন দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে নি। বরং সত্য হচ্ছে যখনই পাকিস্তানের জন্য, তাদের দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়েছে, আহমদী মুসলমানেরা সব সময় সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়েছে।

নিজেরা আইনের শিকার এবং লক্ষ্য হওয়া সত্বেও আহমদী মুসলমানেরাই অন্য যে কারো চেয়ে ভালাভাবে দেশের আইন অনুসরণ করে এবং মেনে চলে। এর কারণ হচ্ছে তারা সত্যিকার মুসলমান, সত্যিকারের ইসলাম তারা অনুসরণ করে। বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন প্রদত্ত আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে মানুষের সে সকল জিনিস থেকে দূরে থাকা উচিত যা অশোভন, অবাঞ্ছিত এবং যা যেকোন প্রকারের বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। ইসলামের একটি সুন্দর ও সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি পরিণতির চূড়ান্ত বিন্দু, যেখানে ফলাফল অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেবল তার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; বরং, এটা আমাদেরকে প্রতিটি ছোট বিষয় সম্পর্কেও সতর্ক করে, যা প্রাথমিক ধাপ হিসেবে মানবজাতিকে বিপদ-সংকুল পথে চালিত করে। তাই, ইসলামের নির্দেশনা যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায়, তাহলে যেকোন বিষয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে এই গোড়াতেই সমাধান করা সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ, একটা বিষয় যা দেশের চরমভাবে ক্ষতি করতে পারে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক লোভ-লালসা। প্রায়শঃই মানুষ পার্থিব আকাঙ্খার কবলে পড়ে যায় যা ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আর এরকম বাসনা তাদেরকে পরিণামে অবাধ্য আচরণের প্রতি পরিচালিত করে। এভাবে এই বিষয়গুলো চূড়ান্তভাবে নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কারণ হতে পারে। এর কিছুটা ব্যখ্যা আমি করব। আরবীতে মানুষের সে সকল কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়ার জন্য 'বাগা' শব্দা ব্যবহৃত হয় যা তাদের দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। এটা তাদেরকে বুঝায় যারা ভুল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে বা যারা অন্যদের ক্ষতি করে। এতে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা জালিয়াতি করে এবং অবৈধ বা অন্যায় উপায়ে কিছু অর্জনের চেষ্টা করে। এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা সব সীমা অতিক্রম করে এবং ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হয়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যে সকল লোক এরূপ কাজ করে তাদের কাছ থেকে বিশ্বস্ততার আচরণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে না।কেননা, বিশ্বস্ততা উঁচু মানে নৈতিক গুণাবলর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। উচ্চ নৈতিক মান ছাড়া বিশ্বস্ততা থাকতে পারে না আর বিশ্বস্ততা ছাড়া উচ্চ নৈতিক মান থাকতে পারে না। যদিও এটা সত্য যে, উঁচু নৈতিক মান সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কিন্তু, ইসলাম ধর্মে এটি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকে ঘিরেই আবর্তন করে। তাই মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব সময় এমনভাবে কাজ করার যা তাঁর সন্তুষ্টি কারণ হয়। সংক্ষেপে, ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী সর্বশক্তিমান খোদা সকল প্রকারের বিশ্বাসঘাতকা বা বিদ্রোহকে নিষেধ করেছেন, তা নিজ দেশের বিরুদ্ধে হোক বা নিজ সরকারের বিরুদ্ধেই হোক। এর কারণ হচ্ছে বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করা জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরুপ। প্রকৃতপক্ষে, যেখানে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বিরোধীতা চলে, সেখানে সেটা আন্তর্জাতিক শত্রুতার আগুনকেও উস্কে দেয় এবং বহিরাগতদেরকে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার সুবিধা দিতে উৎসাহি করে। তাই , নিজ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকার ফলাফল সুদূরপ্রসারী এবং মারাত্মক হতে পারে। এভাবে, যা কিছু জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে তা সেই 'বাগা' শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যার আলোচনা আমি করেছি। এ সমস্ত কিছু মনে রেখে, নিজ জাতির প্রতি আনুগত্যের জন্য একজনের ধৈর্য্য প্রদর্শনে, নৈতিকতা দেখানোর এবং দেশের আইন অনুসরণের প্রয়োজন।

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, আধুনিক যুগে, অধিকাংশ সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত হয়। তাই কোন ব্যক্তি বা দল যদি সরকার পরিবর্তনের ইচ্ছ রাখে, তাহলে তাদের উচিত যথাযত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তা করা। তাদের নিজেদের আওয়াজ ব্যালট বাক্সে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে শোনানো উচিত। ব্যক্তিগত পছন্দ বা ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে ভোট দেওয়া উচিত নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার এক প্রেরণা নিয়ে নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। জাতির উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে নিজ ভোট দান করা উচিত। সেজন্য, কারো নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে বা কোন প্রার্থী বা দলের নিকট হতে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া যাবে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়; বরং একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যেখানে সে মূল্যায়ন করে কোন প্রার্থী বা দল সমগ্র জাতির উন্নয়নে সহায়ক হবে। সরকারের চাবি-কাঠি একটি বড় আমানত এবং তাই এর হস্তান্তর শুধু সেই দলের কাছেই করা উচিত যাকে ভোটার সত্য-সত্যই সবচেয়ে যোগ্য ও উপযোগী মনে করে। এটাই প্রকৃত ইসলাম এবং এটাই প্রকৃত বিশ্বস্ততা।

বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন মজীদের সুরা ৪ আয়াত ৫৯-এ নির্দেশ দিয়েছেন, কারো পক্ষে আমানতকে কেবল এর উপযুক্ত প্রাপকের নিকট অর্পণ করা উচিত এবং মানুষে মাঝে বিচার করার সময় ন্যায় ও সততার সাথে ফয়সালা করা উচিত। তাই, নিজ জাতির প্রতি বিশ্বস্ততার দাবি হল, সরকারের ক্ষমতা তাদের নিকট অর্পণ করা উচিত যারা সত্যিকারে প্রাপ্য, যাতে করে জাতি উন্নতি করতে পারে এবং বিশ্বেস অন্যান্য জাতির মাজে সামনের সারিতে এসে দাঁড়াতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আমরা দেখতে পাই যে, সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণ ধর্মঘট ও প্রতিবাদে অংশ নেয়। উপরন্তু, তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে, প্রতিবাদকারীরা রাষ্টের বা বেসরকারী জনগণের সম্পত্তি ও সম্পদের লুট-পাট বা ক্ষতি সাধন করে। যদিও তারা দাবি করে যে, এই ধরণের কর্মকাণ্ড তারা ভালবাসার টানে করছে, কিন্তু সত্য হল যে এ ধরণের কাজের সাথে আনুগত্য বা দেশপ্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, এমনকি যদি প্রতিবাদ বা ধর্মঘট কোন প্রকার অপরাধমূলক ধ্বংসযজ্ঞ বা সহিংসতা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়, তারপরও এর একটি গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে। কেননা প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণড় হলেও, এর কারণে জাতির অর্থনীতিত লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কোন অবস্থাতেই এ ধরণের আচরণ জাতির প্রতি বিশ্বস্ততার উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। একটি সুবর্ণ নীতি যা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শিখিয়েছেন তা হলো সব সময় আমাদের আল্লাহ্ তা'লা, নবীগণ এবং আমাদের দেশের শাসকরে প্রতি অনুগত থাকা উচিত। (ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir